শুধু মন্দির নয়, রোটি কাপড়া মকানের দাবি অযোধ্যার

অযোধ্যা, ৬ ডিসেম্বর ঃ 'ধ্যানপূর্বক দেখিয়ে...ইয়ে শ্রী রামচন্দ্রজি কে বাল–অবস্থা কা রূপ হ্যায়...'। ঝুঁকে পড়ে চোখ কুঁচকে বললেন পুরোহিত। ত্রিপলে ঢাকা অস্থায়ী উপাসনা গৃহে রাখা রামের পুজোআচ্চার দায়িত্বে আছেন তিনি। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। দর্শনার্থীরা বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম ঠুকে, প্রণামীর বাক্সে দক্ষিণা দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে যাচ্ছেন একে একে। ওই জায়গায় কাউকেই বেশিক্ষণ থাকতে দেওয়া হয় না। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় রামসেবকদের কড়া নজরদারিতে চলে দর্শন। পঁচিশ বছর আগে এখানেই ছিল বাবরি মসজিদ। যা করসেবকদের শাবল, গাঁইতির আঘাতে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে ভেঙে পড়েছিল।

অযোধ্যা, ফৈজাবাদে গেলে রামমন্দির নির্মাণের চূড়ান্ত ব্যস্ততা চোখে না পড়ে যায় না। রামসেবক পুরমে গোলাপি বেলেপাথর দিয়ে রামশিলা বানাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা। এই পাথর দিয়েই রামমন্দির তৈরি হবে। এ নিয়ে হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে যমজ শহরের বাসিন্দাদের কারও মনে কোনো সন্দেহ নেই। রামমন্দিরের বিরোধীও নন কেউ। কারণ, প্রায় প্রত্যেকেই চান বিরোধের নিষ্পত্তি হোক।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ অন্য জায়গায়। এত প্রাচীন, পবিত্র শহর। অথচ সেখানে নগর পরিসেবার ন্যূনতম সুযোগসুবিধাগুলি নেই। জল নেই। বেহাল নিকাশি। ভাঙাচোরা অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। স্থানে স্থানে দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপ। ভালো স্কুল, কলেজ বা হাসপাতাল কিছুই প্রায় চোখে পড়বে না ফৈজাবাদ বা অযোধ্যায়। সাংবাদিক দেখলে অযোধ্যাবাসী সেই কথাটাই সবার আগে স্মরণ করিয়ে দেন।

রামলালার অস্থায়ী মন্দিরের কাছেই বইয়ের দোকান চালান রামেশ্বর পান্ডে। তিনি বলছিলেন, 'একেবারে প্রাথমিক পরিসেবাগুলো আমাদের ভীষণ দরকার। দেশ–বিদেশ থেকে লোকজন এসে যখন জিজ্ঞাসা করেন, খুব খারাপ লাগে।' প্রায় একই কথা বললেন ইকবাল আনসারিও। অযোধ্যা মামলা শুরু হয়েছিল যাঁর হাত দিয়ে সেই হাসিম আনসারির ছেলে। বললেন, 'এখানে দেখুন একটা ভালো হোটেল পর্যন্ত নেই যে আপনি থাকবেন। এই ঘিঞ্জি পরিবেশ কি রামচন্দ্রের শহরে মানায়?' বিজেপি নেতাদের অবশ্য এসব ব্যাপারে খুব ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হল না। নবগঠিত অযোধ্যা নগর নিগমের মেয়র তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা হৃষীকেশ উপাধ্যায়কে শহরের বেহাল দশার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি কাঁধ থেকে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'ও সব ভাববেন না। হয়ে যাবে। মন্দির তৈরি হয়ে যাক। তারপর সব আমূল বদলে যাবে, দেখে নেবেন।' একই দাবি ফৈজাবাদের বিজেপি সাংসদ লালু সিংয়েরও। বোঝালেন, সবই রামের ইচ্ছা। রামমন্দির আটকে আছে বলেই সব আটকে আছে। রামমন্দির হয়ে গেলে রাতারাতি ভোল বদলে যাবে এই শহরের। তাঁর কথায়, 'তখন এখানে পা দিয়েই যে কোনো পর্যটক টের পাবেন তিনি রামরাজ্যে প্রবেশ করেছেন।'

পালটা জবাব বিজেপির

মানুষ মাত্রই ভুল হয়, মোদিকে কটাক্ষ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ বিতর্কের শুরু ভুল পরিসংখ্যান টুইটারে তুলে ধরাকে কেন্দ্র করে। আর তার জন্য ভুল স্বীকার করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধি। বুধবার টুইটারে রাহুল লেখেন, আমার সমস্ত বিজেপি বন্ধুদের জন্য বলছি, আমি একজন মানুষ। নরেন্দ্র মোদির মতো নই। আমরা অনেক সময়ই ভুল করে ফেলি। আর সেকারণেই জীবন অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আমার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আগামীদিনেও এমনটা করতে থাকবেন। তাতে আমার কাজ আরও ভালো হবে।'

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে কংগ্রেসের হবু দলপতির এহেন তির্যক মন্তব্যের জেরে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে বিজেপি। অযোধ্যা মামলায় কংগ্রেস নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল যেভাবে গতকাল সুপ্রিমকোর্টে শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার সওয়াল করেন তাকে এদিন হাতিয়ার করে গেরুয়া শিবির। রাহুল গান্ধিকে বাবর ভক্ত এবং আলাউদ্দিন খিলজির আত্মীয় বলে বিদ্রুপ করেন বিজেপির মুখপাত্র জিভিএল নরসিমহা রাও। কংগ্রেস সহসভাপতি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের বিরোধী বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তবে বিজেপির এহেন আক্রমণের মুখে পড়েও অবশ্য মোদিবিরোধী প্রচারের সুর এতটুকু নামাননি রাহুল। গুজরাটে ২২ বছরের বিজেপি সরকারের কাজকর্মের কৈফিয়ত চেয়ে বুধবারও সরব হন তিনি। শিশুদের অপুষ্টি, সদ্যোজাতের মৃত্যু, চিকিৎসকের অভাব, বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ভুজে 'বন্ধু' শিল্পপতির হাতে সরকারি হাসপাতালের ভার তুলে দেওয়া নিয়ে পরপর প্রশ্নবাণ ছোড়েন কংগ্রেস সহসভাপতি। সমীক্ষার বক্তব্য, রাহুলের লাগাতার প্রচারে এবার বিজেপির সঙ্গে জোর টক্কর দেবে কংগ্রেস। পরিস্থিতি যেভাবে রং বদলাচ্ছে তাতে আগের বারের জেতা আসনগুলি ধরে রাখাই এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শা–র কাছে সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

এদিকে রাহুল গান্ধির জোরালো ধাক্কায় বিজেপিকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখে এনডিএর বড়ো শরিককে চিমটি কেটেছে শিবসেনা। দলের মুখপত্র সামনা'য় বলা হয়েছে, 'কংগ্রেস সভাপতি পদে রাহুল গান্ধির উত্তরণকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে ঔরঙ্গজেব রাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন তার একটাই অর্থ হয়। সেটা হল, রাহুল গান্ধিকে নিজের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মেনে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উনি মনে করছেন কংগ্রেসের হবু সভাপতি নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। ' শিবসেনা বলেছে, 'প্রধানমন্ত্রীর যদি ঔরঙ্গজেবের শাসনকে পছন্দ না হয়, তাহলে উনি যেন ওঁর দলের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে মহারাষ্ট্রে ঔরঙ্গজেব এবং আফজল খাঁ–র সমাধি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন।'

ভরতির নামে প্রতারণা, আত্মঘাতী বাবা

বেঙ্গালুরু, ৬ ডিসেম্বর ঃ দুই ছেলেকে একটি নামি বেসরকারি স্কুলে ভরতি করানোর জন্য এক এজেন্টকে ২.৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন তথ্য প্রযুক্তি কর্মী রীতেশ কুমার (৩৫)। টাকা নিলেও রীতেশের দুই সন্তানকে ভরতি করাতে পারেনি ওই এজেন্ট। এরপর টাকা ফেরত চেয়ে গায়ে আগুন দেওয়ার হুমকি দেন ওই যুবক। কিন্তু সেটা করতে গিয়েই দুর্ঘটনাবশত তাঁর গায়ে আগুন ধরে যায়। শরীরের প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে যায়। এরপর রীতেশকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। বিহারের বাসিন্দা রীতেশ কর্মসূত্রে পরিবার নিয়ে বেঙ্গালুরুতে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী পারুল মাহেনসারিয়ার অভিযোগ, বার বার বলা সত্ত্বেও ওই এজেন্ট আদিত্য বাজাজ ১.২৫ লক্ষ টাকা ফেরত দিলেও বাকি টাকা ফেরত দিতে টালবাহানা করছিল। পারুলের অভিযোগের ভিত্তিতে আদিত্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সে আর কারোর সঙ্গে এইরকম প্রতারণা করেছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রামমন্দির নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ মোদির

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ বিজেপি সভাপতি অমিত শার পর এ বার কংগ্রেসকে অযোধ্যা নিয়ে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর অভিযোগ, রামমন্দির নিয়ে কংগ্রেস অহেতুক রাজনীতি করছে। রামমন্দির কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়। গতকাল কংগ্রেস নেতা তথা সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের আইনজীবী কপিল সিবাল সুপ্রিমকোর্টে অযোধ্যা মামলার শুনানি ২০১৯ সালের সংসদীয় নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানালেও তাতে সাড়া দেননি শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। সিবালের বক্তব্য ছিল, 'বিজেপি বলেছে, আইনি পথেই রামমন্দির হবে ২০১৯–এর আগে। ওরা এটাকে নির্বাচনি ইস্তাহারে ঢোকাতে চায়। ওদের ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয় আদালতের।' সুপ্রিমকোর্ট সিবালের কথায় কান দেয়নি। কিন্তু সিবালের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসকে পালটা আক্রমণের সুযোগ ছাড়তে চায়নি বিজেপি নেতৃত্ব।

বুধবার গুজরাটে একটি নির্বাচনি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, এখন রামমন্দিরকে নির্বাচনি ইস্যু করে তুলতে চাইছে কংগ্রেস। দেশ এবং দেশের মানুষের ভালোমন্দ নিয়ে ওদের কোনো দায় নেই, মাথাব্যথাও নেই। সিবাল আইনজীবী হিসেবে বাবরি মসজিদের পক্ষে সওয়াল করতেই পারেন, সেই অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু তাই বলে ২০১৯ পর্যন্ত শুনানি স্থগিত রাখার কথা তিনি বলতে পারেন না। কেন তিনি ভোটের সঙ্গে রামমন্দিরকে জুড়ে দিচ্ছেন? এটা কি ঠিক? কংগ্রেসও ছাড়নেওয়ালা নয়। মোদির বক্তব্যের পালটা দিয়েছেন রাজ্যসভায় কংগ্রেসের সহকারী দলনেতা আনন্দ শর্মা। তিনি বলেছেন, আদালতে কপিল সিবাল কী বলেছেন, তার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রধানমন্ত্রী আইনজীবী কপিল সিবালের বক্তব্য কংগ্রেসের সঙ্গে জুড়ছেন কেন? এর পরই মোদিকে কটাক্ষ করে আনন্দ শর্মা বলেন, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তো ভুপাল গ্যাস কাণ্ডের নায়ক সংস্থা ডাও কেমিক্যালের হয়ে মামলা লড়েছিলেন। বিজেপির এমন অনেক নেতা আছেন, যাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের দুর্নীতিবাজ লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা করেন। প্রধানমন্ত্রী কি কখনও তাঁদের প্রশ্ন করেছেন, কেন দলীয় নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করেন?' মোদির সমালোচনা করে প্রায় একই কথা বলেন রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। তিনি বলেন, বিশেষ একটি মামলায় আইনজীবীর বক্তব্যের সঙ্গে যে দলের কোনো সম্বন্ধ থাকে না, সেটা বোঝার মতো বিচক্ষণতা আশা করা অন্যায় নয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে।

আমেদাবাদে একটি অনুষ্ঠানে মোদি। – পিটিআই

উকিলদের ফি বেঁধে দেওয়ার ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ মক্কেলের গাঁট কেটে উকিলবাবুদের পকেট ভরানোর দিন বোধহয় ফুরিয়ে এল। বিচারের খোঁজে আসা মানুষের কাছ থেকে উকিলবাবুরা ফি বাবদ যে হারে টাকা চান তাতে রীতিমতো অসন্তুষ্ট সুপ্রিমকোর্ট। বিচারপতি আদর্শ কে গোয়েল এবং বিচারপতি ইউইউ ললিতের বেঞ্চ মনে করে, উকিলবাবুরা যদি এভাবে উচ্চ হারে ফি নিতে থাকেন তাহলে সাধারণ গরিব মানুষের পক্ষে বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। তাই মামলা পিছু আইনজীবীদের ফি বেঁধে দিতে এবার কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি আইন তৈরি করতে বলেছে সর্বোচ্চ আদালত।

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং আইনের অনুশাসন বজায় রাখতে আইন পেশাই যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সমস্ত আইনজীবী পেশাগত নৈতিকতা বজায় রাখেন না তাঁদের হাত ধরে কীভাবে ন্যায়বিচার অর্জন করা সম্ভব? বস্তুত, আইনজীবীদের একটা বড়ো অংশই মক্কেলদের কাছ থেকে নানাবিধ অছিলায় টাকা নিয়ে থাকেন। কখনও মুহুরির খরচ, কখনও মামলা চালানোর খরচ আবার কখনও শুনানির দিন এগিয়ে আনা বা পিছিয়ে দেওয়ার জন্যও টাকা নিয়ে থাকেন আইনজীবীরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ আইনজীবীর বক্তব্য, 'মাথা খাটিয়ে মামলা সাজাতে হয়। মক্কেল যাতে সুবিচার পান তার জন্য যুক্তির জাল তৈরি করতে হয়। তার জন্য 'মগজাস্ত্র' ব্যবহার করতে হয়। কাজেই সেই পরিশ্রম বাবদ মক্কেলের কাছ থেকে 'পারিশ্রমিক' পাওয়াটা আমাদের ন্যায্য অধিকার।' কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, মক্কেলদের কাছ থেকে এই 'পারিশ্রমিক' বাবদ মোটা টাকা নেন আইনজীবীরা। সবথেকে গুরুতর সমস্যা হল, বহু নামি আইনজীবী প্রতি শুনানি পিছু এমন দর হাঁকান যে সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের পক্ষে সেই আর্থিক ভার বহন করা সম্ভব নয়। ফলে বহু মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাঁদের টাকার জোর নেই তাঁরা ওজনদার কোনো উকিলবাবু নিয়োগ করতে পারেন না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আদালতের কাছ থেকে বিচারপ্রার্থী যে আর্থিক সুবিধা পান, সেখান থেকেও একটা অংশ দাবি করেন সংশ্লিষ্ট মামলাকারীর আইনজীবী। এই ধরনের আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিমকোর্ট মনে করছে, এমতাবস্থায় আইনি সাহায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ গরিব মানুষ। আইন কমিশন ১৯৮৮ সালে ১৩১তম রিপোর্টে জানিয়েছিল, বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সবথেকে বড়ো বাধা হচ্ছে উকিলবাবুদের ফি। মামলার শুনানি পিছু বা আইনি পরামর্শ পিছু উকিলবাবুদের সর্বোচ্চ ফি কতটা হওয়া উচিত তা বেঁধে দেওয়া সংসদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আবার ২৬৬তম রিপোর্টে আইন কমিশন জানিয়েছিল, মামলার দীর্ঘসূত্রিতার নেপথ্যে রয়েছে আইনজীবীদের অনৈতিক কাজকর্ম। কারণে–অকারণে আইনজীবীরা মাঝেমধ্যেই কর্মবিরতি পালন করেন। তাতে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি স্রেফ কথার কথা হিসেবেই থেকে গিয়েছে। সুপ্রিমকোর্ট এদিন জানিয়েছে, আইনজীবীদের এহেন কার্যপদ্ধতি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। আর তাই আইন কমিশনের রিপোর্টগুলিকে বিবেচনা করে দ্রুত একটি আইন প্রণয়ন করা দরকার।

দলিতকে বিয়ে করলেই অনুদান

আয়ের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিতে চায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ কনে কিংবা বর যেকোনো একজন দলিত হলে বিয়ের পর সংসার গোছানোর জন্য দম্পতিকে ভাবতে হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারই পাঁচ লক্ষ টাকা দেবে ওই দম্পতিকে। ড. আম্বেদকার প্রকল্প নামের এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নবদম্পতির বাৎসরিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা পাঁচ লক্ষ টাকার কম হলে তবেই তাঁরা ওই অর্থ পাবেন। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে আয়ের ঊর্ধ্বসীমা ছেঁটে ফেলার পক্ষে। দেশের অনেক রাজ্যে চালু থাকা এধরনের প্রকল্পে বাৎসরিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা নেই। বিষয়টি লক্ষ্য করেই কেন্দ্র চাইছে ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিতে, জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক।

সামাজিক সংহতি বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৩–য় ড.আম্বেদকার প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। এই প্রকল্পে অসবর্ণ বিবাহে গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রতি বছর ৫০০ দম্পতি যাতে আম্বেদকার প্রকল্পের সুবিধা পান সেই লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি চালু হলেও ফলাফল উল্লেখযোগ্য নয়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪–১৫তে মাত্র পাঁচজন দম্পতি আম্বেদকার প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পেয়েছিলেন। ২০১৫–১৬–য় ৫০০ জনের মধ্যে আবেদন অনুমোদিত হয়েছে ৭২ জনের। ২০১৬–১৭ সালে ৭৩৬ জন আবেদনকারীর মধ্যে ৪৫টি আবেদন ছাড়পত্র পেয়েছে।

এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে হলে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে আবেদন করতে হবে নবদম্পতিকে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের আধারকার্ডের নম্বর সংযুক্ত জয়েন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যেরও উল্লেখ করতে হবে আবেদনপত্রে। বিয়ে হতে হবে হিন্দু ম্যারেজ আইনে। যাঁরা বিয়ে করলেন তাঁদের সেটাই যে প্রথম বিয়ে তার প্রমাণও রাখতে হবে। আবেদনপত্রে সাংসদ, বিধায়ক অথবা জেলাশাসকের সুপারিশ থাকা দরকার।

TOURISM MINISTRY:
SAY NO TO
ELEPHANT RIDES
PeTA
पर्यटन मंत्रालय:
हाथी की सवारी
को ना कहें।
PeTA

নয়াদিল্লিতে হাতিসাফারি নিয়ে পেটা–র প্রতিবাদ। – পিটিআই

জনমত সমীক্ষা

গুজরাটে এগোচ্ছে কংগ্রেস, চাপে বিজেপি

আমেদাবাদ, ৬ ডিসেম্বর ঃ বিধানসভা ভোটের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিজেপির রক্তচাপ বাড়াচ্ছে গুজরাট। জনমত সমীক্ষার ফল বলছে, ভোট দখলের লড়াইয়ে দ্রুত এগোচ্ছে কংগ্রেস। গত বিধানসভা ভোটের তুলনায় কমতে পারে বিজেপির আসন। ২০১২ সালের বিধানসভা ভোটে ১১৫ টি আসনে জিতেছিল নরেন্দ্র মোদির দল। কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছিল মাত্র ৪৩ টি আসন। কিন্তু গত কয়েক মাসে নর্মদা তীরের রাজনৈতিক সমীকরণ যে অনেকটাই বদলে গিয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা'রা। লোকনীতি–সিএসডিএসের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, যুযুধান দু'দলই পেতে পারে ৪৩ শতাংশ করে ভোট। তবে আসন সংখ্যার হিসেবে এখনও সামান্য এগিয়ে বিজেপি।

শহরাঞ্চলে কেন্দ্র–রাজ্যের শাসক দল নিজের ভোট ব্যাংক ধরে রাখতে পারলেও গ্রামের দিকে প্রভাব বাড়িয়েছে কংগ্রেস। সমীক্ষার হিসেব বলছে, উত্তর গুজরাটে বিজেপির তুলনায় এগিয়ে রাহুল গান্ধির দল। রাজ্যের দক্ষিণ অংশেও তারা বিজেপিকে পিছনে ফেলতে পারে। তবে মধ্য ও পশ্চিম গুজরাটে অটুট গেরুয়া ভোট। হার্দিক প্যাটেলের দলের সঙ্গে জোট করার পর থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছে কংগ্রেস। আদিবাসী ভোট টানতে ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টির সঙ্গেও সমঝোতা করেছে তারা। কংগ্রেসের চিরাচরিত গ্রামীণ ও সংখ্যালঘু ভোটের সঙ্গে পতিদার ও আদিবাসী ভোট যোগ হলে বহু আসনেই বিজেপিকে যে বেগ পেতে হবে তা স্পষ্ট। পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মধ্যেও গত কয়েকমাসে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। বিজেপিকে চিন্তায় রেখেছে নোটবন্দি ও জিএসটির জেরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোদি–শা জুটি ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রায় ১২ জন মন্ত্রীকে ময়দানে নামিয়েছে বিজেপি। তাদের হয়ে প্রচার শুরু করেছে আরএসএস–ও। অন্যদিকে, রাহুল গান্ধিকে সামনে রেখে প্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস। সদ্য প্রকাশিত নির্বাচনি ইস্তাহারে অনগ্রসরদের ৪৯ শতাংশ সংরক্ষণে বদল না এনেই পতিদারদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের কথা বলেছে কংগ্রেস। মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা, পেট্রোল–ডিজেলের দাম ১০ টাকা করে কমানো, সুলভে খাবার সরবরাহের জন্য ইন্দিরা ক্যানটিন চালু করার মতো বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। পাশাপাশি কৃষকদের জন্য একগুচ্ছ সুবিধা দেওয়ার কথা জানিয়েছে কংগ্রেস। গুজরাটে প্রচারে এসে কৃষি ঋণ মকুবের কথা জানিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। এবার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে জমি অধিগ্রহণ আইনে বদল আর ১৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি।

সুদের হার অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ প্রথমে আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থার রেটিং বৃদ্ধি এবং তারপর চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে বৃদ্ধির হার বাড়া, এই দুই ঘটনার জেরে প্রত্যাশা ছিল সুদের হার কমতে পারে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির হার ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় কোনো ঝুঁকি নিল না সংশ্লিষ্ট ঋণনীতি নির্ধারক কমিটি। আজ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর উর্জিত প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন ৬ সদস্যের এই কমিটি চলতি বছরের পঞ্চম দ্বিমাসিক বৈঠকে রেপো রেট এবং রিভার্স রেট যথাক্রমে ৬ এবং ৫.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। একইসঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির হার ৪.৩–৪.৭ শতাংশে থাকার পূর্বাভাস করা হয়েছে। আগে যা ছিল ৪.২–৪.৬ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস ৬.৭ শতাংশেই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এ বছরের আগস্ট মাসে শেষবার সুদের হার কমানো হয়েছিল। সুদের হার না কমায় হতাশ ভারতীয় শেয়ারবাজার। আজও সূচক নিম্নমুখী ছিল। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ২০৫.২৬ পয়েন্ট পড়ে পৌঁছেছে ৩২৫৯৭.১৮ পয়েন্টে। একইভাবে পড়েছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটিও। ৭৪.২০ পয়েন্ট পড়ে নিফটি পৌঁছেছে ১০০৪৪.১০ পয়েন্টে।

ঐতিহাসিক জিনিস চুরির প্রবণতা বাড়ছে : ডিআরআই

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ ভারত থেকে ঐতিহাসিক নিদর্শন চুরি করে বিদেশে বিক্রি করার ঘটনা বাড়ছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বিদেশে পাচার করতে একটি আন্তর্জাতিক চক্র সক্রিয়। সম্প্রতি এক রিপোর্টে একথা জানিয়েছে ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স (ডিআরআই)। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, গত কয়েকবছর ধরেই দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি চুরি করে বিক্রি করার চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি এই ধরনের বেশকিছু জিনিস উদ্ধার করেছে ডিআরআই। রিপোর্টে বলা হয়েছে, খ্রিস্টিয় প্রথম শতক থেকে ১৭ ও ১৮ শতকের জিনিসপত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলি চড়া দামে বিক্রি হয়। ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সমসাময়িক। তাই বিদেশে অনেকেই ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য ভারতীয় জিনিসের খোঁজ করেন। আর সেই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে পাচারকারীরা। এই বেআইনি ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা প্রাচীন মন্দির ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে নিশানা করছে। কয়েকদিন আগে শাহজাহানের আমলে তৈরি একটি কাঠের স্তম্ভের খোঁজ মিলেছে। সেটি ১২টি অংশে ভাগ করে বিদেশে পাচার করার পরিকল্পনা করেছিল চোরাচালানকারীরা।

বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গত বছর ১৭৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে শুধু প্রাচীন নিদর্শনগুলিই নয়, গাঁজা ও হাসিসের মতো মাদকদ্রব্যও পাচারের চেষ্টা চলছে। ২০১৬ সালে ডিআরআই ৬ টন মাদক উদ্ধার করেছিল। চলতি বছর এখনও পর্যন্ত ১৬ টন মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া একটি ক্ষেত্রে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের হাড় ও চামড়া পাওয়া গিয়েছে। চিনে এই ধরনের পশুজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে গোয়েন্দা সংস্থাটি জানিয়েছে।

সেনা জওয়ান হত্যার ঘটনায় কুচক্রী ধৃত

শ্রীনগর, ৬ ডিসেম্বর ঃ টেরিটোরিয়াল আর্মির জওয়ান ইরফান দারকে হত্যার ঘটনায় অন্যতম কুচক্রীকে আজ গ্রেফতার করল সোফিয়ান পুলিশ। ধৃতের নাম মুজামিল। পুলিশ জানিয়েছে, সাদ্দাম, বিলাল, তৌসিফ এবং জঙ্গিদের দলে সদ্য যোগ দেওয়া আরও একজনের সঙ্গে ইরফানকে হত্যার ছক কষেছিল মুজামিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, গত ২৪ নভেম্বর মুজামিল ইরফানের গ্রামে যায় এবং তাকে উথুমুলায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি ঝোপের আড়ালে আগে থেকেই লুকিয়ে ছিল বাকি চার জঙ্গি। ইরফান কাছাকাছি আসতেই তারা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাকে লক্ষ করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে টেরিটোরিয়াল আর্মির ওই সেনা জওয়ান। মুজামিলকে জেরা করে বাকি চার জঙ্গির হদিস পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ।

SEX সমস্যা

যৌন সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা, সুপ্রাচীন হারবাল ও বিদেশী হোমিও ঔষধ দিয়ে 100% গ্যারান্টী সহকারে সুচিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া হয়।

সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্রপতন, স্বপ্নদোষ, পুরুষত্বহীনতা লিঙ্গশিথিলতা, ধাতুপাতলা, বন্ধ্যাত্ব, শুক্রাণুস্বল্পতা, ক্ষুদ্রলিঙ্গ? পেটের রোগ, চর্মরোগ ও অন্যান্যরোগ

ISO 9001:2015

সিটি হারবাল & হোমিও ল্যাব

বিধান মার্কেট অটোস্ট্যান্ডের পাশে, শিলিগুড়ি 9733115835 T&C Apply

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও India No.1 Topmost best SEX চিকিৎসা

১০০% গ্যারান্টি প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু। মাত্র ৯০০ ও ১৭০০ টাকায় ১ মাসের ঔষধ ও তেল*

ভারতে প্রথম আমেরিকা থেকে তৈরি ঔষধে লাগাতার ৩০–৬০ মিনিট SEX ক্ষমতা বাড়ায় ও সব সময়ের জন্য যৌন শক্তি বাড়ে। বীর্য লাগাতার বাড়ে ও শক্তিশালি করে।

American HQ- লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র ব্যবহারে লিঙ্গ 6"-11"* লম্বা 2"-3"* মোটা, শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়।

আস্থা আয়ুর্বেদ ™

শিলিগুড়ি জংশনের বিপরীতে, দিল্লী হোটেলের পাশে 9564639095, 9933719295

সব বিজ্ঞাপন দেখুন, তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। চিকিৎসা করাতে হলে ডাক্তারের নাম দেখে চিকিৎসা করান

সুচিকিৎসার জন্য ভেলোর, চেন্নাই বা কলকাতাতে ছুটতে হবে না

এখন কোচবিহারে ভারত বিখ্যাত আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ "সিনিয়র আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল অফিসার"

ডাঃ সুপ্রকাশ কুন্ডু

১৭ বছর ধরে লক্ষাধিক রোগী উপকৃত

নার্ভের দুর্বলতা, কিডনি, লিভার, বাত, সোরাইসিস, শ্বেতী ও অন্যান্য চর্মরোগ, অর্শ, চুল, পেটের রোগ, হাঁপানি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, শীঘ্রপতন, লিঙ্গ শিথিলতা/ক্ষুদ্রতা সহ যে কোনো যৌন সমস্যার ১০০% সুচিকিৎসা

স্থান : আত্রেয় আয়ুর্বেদ

তেঁতুলতলা মোড়, বিশ্বসিংহ রোড, কোচবিহার

☎ 98324 40355 / 03582 226995

ফোনে যোগাযোগ করে আসুন

অক্ষি থেকে রেহাই গুজরাটের

আমেদাবাদ, ৬ ডিসেম্বর ঃ বুধবার আরও দুর্বল হয়েছে অক্ষি। গত কয়েকদিন ধ্বংসলীলা চালানোর পর ঘূর্ণিঝড়টি এখন নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে নিম্নচাপটি সুরাটের দক্ষিণ–পশ্চিমে ২৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। এখন ঘণ্টায় এর গতিবেগ ১৮ কিলোমিটার। এটি আরও উত্তর–পূর্বদিকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিম্নচাপের জেরে আগামী দু–তিনদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে গুজরাটে।

'ঘন ঘন ওয়েব সার্চই স্মৃতিভ্রংশের কারণ'

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ এই বিষয়ে কোনো একটা তথ্য লাগবে? আরে বাবা মাথা ঘামিয়ে কী লাভ, গুগল আছে তো! এই যে প্রতি পদে পদে নিজের মস্তিষ্কের গ্রে সেলগুলোর থেকেও গুগলের ওপরেই বেশি ভরসা করা, এই অভ্যাসটি কিন্তু আমাদের স্মৃতিলোপের কারণ হয়ে উঠতে পারে। অন্তত এমনটাই মনে করছেন গবেষকরা। ব্রিটেনের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ

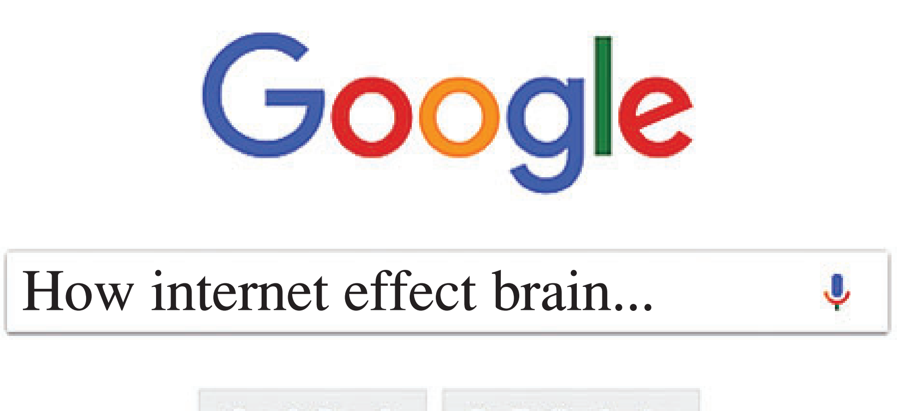

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক গান মুর জানিয়েছেন যে আমাদের মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে তার ঠিকঠাক ব্যবহারের উপর। আর মস্তিষ্ককে স্বাস্থ্যবান বানিয়ে তুলবার সবথেকে সোজা উপায়টা হল নিয়মিত তার ব্যবহার করা। কিন্তু আজকাল তো আমরা সেই কাজটাই কমিয়ে দিচ্ছি। আমরা আমাদের মস্তিষ্কটা আসলে ইনটারনেটের কাছে আউটসোর্স করে দিচ্ছি। জানিয়েছেন ওই ব্রিটিশ গবেষক।

আমাদের এই অভ্যাসকে একটি পরীক্ষা বলে চিহ্নিত করেছেন গান মুর। তিনি বলেন, এখন কোনো তথ্যের দরকার হলে আমরা সেটি চট করে ইনটারনেটে সার্চ করে দেখে নিই। একবারও ভেবে নিজের মাথা থেকে সেই তথ্যটি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করি না। মানবজাতি এখন এই এক্সপেরিমেন্টটা চালাচ্ছে নিজের মস্তিষ্ককে নিয়ে। দেখা যাক এই পরীক্ষা আমাদের অদূর ভবিষ্যতে কোথায় নিয়ে যায়। এই অভ্যাস আমাদের স্মৃতিভ্রংশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা তা আসলে সময়ই বলবে। তবে পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন যে পরিবেশ, মস্তিষ্কের ওপর অতিরিক্ত চাপ, জিন সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদিও কিন্তু অ্যালঝাইমার্সের কারণ। প্রসঙ্গত, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা হু–এর মতে, গোটা বিশ্বে বর্তমানে ৪৭ মিলিয়ন মানুষ স্মৃতিভ্রংশ অথবা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা লোপ, চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি সমস্যায় ভুগছেন। আর এধরনের রোগের মধ্যে সবথেকে সাধারণ রোগ হল অ্যালঝাইমার্স।

২০৫০ সালের মধ্যে এই স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হবেন ১৩১ মিলিয়ন মানুষ। এমনটাই আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

ই–টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

কমান্ডার ওয়র্কস ইঞ্জিনিয়ারস, বেঙডুবি, পোস্ট ঃ বেঙডুবি, জেলাঃ দার্জিলিং (পব), পিনঃ ৭৩৪৪২৪ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ২ প্যাকেট পদ্ধতিতে ই–টেন্ডার (অনলাইন)–এর জন্য আবেদন আহ্বান করছেন। প্রতিটির বিপরীতে বরাদ্দকৃত ব্যয় উল্লেখ করা আছে (বাজার হিসেবে)। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট www.eprocuremes.gov.in দেখুন। অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে কাজের সাবলেটিং অনুমোদিত হবে না।

ক্র. নং	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত ব্যয়	টেন্ডার আইডি
(ক)	জিই বিন্নাগুড়ির অধীনে বিন্নাগুড়ি মিল স্টেশনে রাস্তার মেরামতি	১৩৩.০০ লক্ষ	২০১৭_এমইএস ১৫০৩৮৩_১
(খ)	জিই বিন্নাগুড়ির অধীনে বিন্নাগুড়ি মিল স্টেশনে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের বন্দোবস্ত।	৩৬.০০ লক্ষ	২০১৭_এমইএস ১৫০৩৮৫_১

- davp 10102/11/1822/1718 -